উত্তর প্রতাপের প্রতিজ্ঞা

(The Promise of Later Glory)

হগয় ২ অধ্যায় ৬-৯ পদ

আমরা হগয় ভাববাদীর পুস্তক থেকে শিখছি। এর আগে আমরা দেখেছি, ইস্রায়েল ব্যাবিলনের বন্দিদশা থেকে ফিরে এসে ঈশ্বরের গৃহ নির্মাণের যে কাজ শুরু করে প্রায় ১৬ বৎসরের জন্য বন্ধ রেখেছিল, তা তারা হগয় ভাববাবাদীর প্রথম প্রচার শুনে পুনরায় শুরু করেছিল। কিন্তু একদিকে, সপ্তম মাসের বিভিন্ন পর্ব থাকার কারণে সেই কাজ অনেক দিন বন্ধ থাকে; অন্যদিকে, রাজা শলোমনের তৈরী প্রথম মন্দিরের স্মৃতি, যা এই সপ্তম মাসেই ঈশ্বরের উদ্দেশে উৎসর্গ করা হয়েছিল, তা তাদেরকে তাদের দৃষ্টিতে এই সামান্য মন্দির নির্মাণের কাজে নিরুৎসাহিত করে। তাদের মধ্যে যে সমস্ত বয়স্ক প্রথম মন্দির দেখেছিল, তারা প্রথম মন্দিরের তুলনায় এই মন্দিরকে অবস্তুবৎ বলতে শুরু করে। ফলস্বরূপ, তারা সেই মন্দির নির্মাণের কাজে পুনরায় নিরুৎসাহিত হয়। এমন সময় স্বয়ং ঈশ্বর তাঁর হগয় ভাববাদীর মাধ্যমে দ্বিতীয় বারের জন্য তাদের কাছে তাঁর বাক্য উপস্থিত করেন। তিনি তাদের নেতাদের সঙ্গে সাধারণ মানুষকে সাহসী হয়ে কাজ করতে বলেন, যেহেতু তিনি এই কাজে তাদের সঙ্গে সঙ্গে আছেন। তিনি মিসর থেকে তাদের পূর্বপুরুষদের বের হয়ে আসাকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন যে, ইস্রায়েলের সঙ্গে তিনি যে চুক্তি করেছেন, তা স্মরণ করে, তিনি তাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকবেন; তাই তারা যেন নিরুৎসাহিত না হয়ে, ভয় না করে, মন্দির নির্মাণের কাজ চালিয়ে যায়।

আজ আমরা যে অংশ পাঠ করেছি (হগয় ২:৬-৯), তা হল হগয় ভাববাদীর দ্বিতীয় প্রচারেরই শেষ অংশ। আর আমরা এই অংশে দেখতে চলেছি যে, ঈশ্বর তাদের কাছে এই প্রতিজ্ঞা করেছেন, সেই মন্দির নির্মাণে যদিও তাদের সঙ্গতি খুবই সীমিত, বাহিনীগণের ঈশ্বর স্বয়ং সেই নির্মাণ কাজে হস্তক্ষেপ করবেন, যার ফলস্বরূপ, সমস্ত জাতির সমস্ত মনোরঞ্জন বস্তু সেই মন্দিরে সংগৃহীত হবে, তিনি নিজে সেই গৃহকে প্রতাপে পূর্ণ করবেন। ফলস্বরূপ, এই গৃহের পূর্ব প্রতাপ অপেক্ষা উত্তর প্রতাপ গুরুতর হবে এবং তিনি সেই স্থানে শান্তি প্রদান করবেন।

৬-৮ পদে যে বিষয় ঘোষণা করা হয়েছে, তা হল, মন্দির পুনঃনির্মাণ প্রকল্পে ঈশ্বর কীভাবে অংশগ্রহণ করতে চান: তিনি তাঁর সার্বভৌম ক্ষমতায় সমস্ত প্রকৃতি ও জাতিকে কম্পান্বিত করতে চলেছেন, যার দ্বারা তিনি সমস্ত প্রয়োজনীয় বস্তু যুগিয়ে সেই গৃহকে প্রতাপে পূর্ণ করতে চলেছেন। এখন বাহিনীগণের ঈশ্বর যখন স্বয়ং এইভাবে তাদের সঙ্গে সঙ্গে থেকে এই কাজ করতে চলেছেন, তখন তাদের ভয় করার কোনও প্রয়োজন নেই, কিংবা তাদের ধন ও প্রয়োজনীয় বস্তুর অভাবের কারণে চিন্তা করারও কোনও কারণ নেই। স্বয়ং ঈশ্বর যেহেতু তাদের রাজা ও পালক, সেই হেতু তাদের কোনও বিষয়েরই অভাব হবে না। আজ আমরা গীত ২৩ অধ্যায় পাঠ করেছি, আমরাও কি সত্যি দাউদের সঙ্গে এই কথা স্বীকার করি, *"সদাপ্রভু আমার পালক, আমার অভাব হবে না?"*

৬-৭ পদে বলা হয়েছে, *"কারণ বাহিনীগণের সদাপ্রভু এই কথা বলেন, আর একবার, অল্পকালের মধ্যে, আমি আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীকে এবং সমুদ্র ও শুষ্ক ভূমিকে কম্পান্বিত করব। আর আমি সর্বজাতিকে কম্পান্বিত করব; এবং সর্ব জাতির মনোরঞ্জন বস্তু সকল আসবে।"* এই কথার অর্থ, ঈশ্বর তাঁর মহাপরাক্রমে অতর্কিতে তাঁর কাজ করতে চলেছেন এবং তার দ্বারা সমস্ত প্রকৃতি ও জাতিকে কম্পান্বিত করতে চলেছেন। অদূর ভবিষ্যতে এই কাজ ঘটতে চলেছে। তারা যখন তাদের সেই মন্দির নির্মাণের কাজে নিরুৎসাহিত হয়ে পড়েছিল, তখন ঈশ্বর হগয় ভাববাদীর মাধ্যমে তাদের কাছে সে উৎসহব্যঞ্জক বাক্য উপস্থিত করেছিলেন, তা হল, তিনি সমস্ত বিশ্বভূমণ্ডলকে পুনরায় সন্নিবেশিত করতে চলেছেন, এবং পৃথিবীতে ঈশ্বরের রাজ্য স্থায়ী ভাবে স্থাপন করতে চলেছেন। ইব্রীয় ১২:২৬ পদে এই অর্থেই এই পদকে উদ্ধৃত করা হয়েছে। হিব্রু ভাষায় সম্পূর্ণতাকে উল্লেখ করতে পরস্পর বিরোধী বিষয়কে একসঙ্গে উল্লেখ করা হয়ে থাকে; তাই এখানে

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

"আকাশমণ্ডল ও পৃথিবী" এবং *"সমুদ্র ও শুষ্ক ভূমির"* উল্লেখ করা হয়েছে। এর অর্থ হল সমগ্র বিশ্বভূমণ্ডল কম্পান্বিত হবে। এখন, সমগ্র পৃথিবীকে কম্পান্বিত করার অর্থ কী? এর বিভিন্ন অর্থ হতে পারে, যেমন (১) প্যালেষ্টাইনের উপর দিয়ে প্রায়ই যে ঝড় বয়ে যেত, তাকে নির্দেশ করতে (যিশাইয় ২:১২-২২; যিরমিয় ৫:৪-৫; নাহূম ১:৩-৬); (২) মশীহের যুগের সূচনাকে নির্দেশ করতে (যিহিষ্কেল ৩৩:১৯-৩৩; যিশাইয় ১৩:১৩; ২৪:১৮-২৩; যোয়েল ৩:১৫-২১); (৩) ভমিকম্পের ন্যায় প্রাকৃতিক বিপর্যয়কে নির্দেশ করতে (আমোষ ১:১; ৮:৮; ৯:১৫; যিশাইয় ২:১৩-২১; যোয়েল ৩:১৬)। যাইহোক, এই ধরণের যে কোনও মহাপরাক্রমের কাজকে ব্যবহার করে ঈশ্বর যা করতে চলেছেন, তা হল, তিনি তাঁর গৃহকে মনোরম বস্তু দ্বারা পূর্ণ করতে চলেছেন।

হ্যাঁ, এইভাবে সমস্ত বিশ্বভূমণ্ডলকে আলোড়িত করার প্রকৃত উদ্দেশ্য হল সমস্ত জাতিকে এই মন্দির পুনঃনির্মাণের কাজে ব্যস্ত রাখা। তাই ৭ পদের প্রথম অংশে বলা হয়েছে, *"আর আমি সর্ব জাতিকে কম্পান্বিত করব।"* পুরাতন ও নতুন, উভয় নিয়মেই ঈশ্বর আরাধনায় সমস্ত জাতির অংশগ্রহণ হল একটি পরিব্যাপক উদ্দেশ্য। কারণ ঈশ্বর সমস্ত জাতির উপর সার্বভৌম (গীত ৪৭:৮-১০; যিরমিয় ১০:৭; ২বংশা ২০:৬); এবং অব্রাহামের আশীর্বাদে সমস্ত জাতির অংশগ্রহণে প্রতিজ্ঞা করা হয়েছে (আদি ১২:৩; ১৮:১৮; ২২:১৮;২৬:৪; গালা ৩:৮)। কেবল তা-ই নয়, শাস্ত্রের বিভিন্ন স্থানে সমস্ত জাতির অংশগ্রহণের কথা স্পষ্ট করে বলা হয়েছে: *"জাতিগণের ঐশ্বর্য তোমার কাছে আসবে"* (যিশাইয় ৬০:৫); *"তোমরা জাতিগণের ঐশ্বর্য ভোগ করবে, ও তাদের প্রতাপে শ্লাঘা করবে"* (যিশাইয় ৬১:৬); *". . . চারিদিকের সমস্ত জাতির ধন, স্বর্ণ, রৌপ্য ও বস্ত্র অতিশয় প্রচুর রূপে সঞ্চয় করা যাবে"* (সখরিয় ১৪:১৪); *"আর জাতিগণের প্রতাপ ও ঐশ্বর্য তার মধ্যে আনীত হবে"* (প্রকাশিত বাক্য ২১:২৬)। ঈশ্বরের গৃহ নির্মাণের জন্য এই সমস্ত বস্তু সংগৃহিত হবে। কিন্তু তা তাদের সেচ্ছায় নৈবেদ্য হিসাবে সংগৃহীত হওয়া নয়, কিন্তু পবিত্র যুদ্ধে বিজয়ীর উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত পবিত্র বস্তু হিসাবে সংগৃহীত হবে (উদাহরণ, যিহোশূয় ৬:১৯; মীখা ৪:১৩)। পুরাতন নিয়মের ভাল্‌গেট অনুবাদে ৭ পদের শেষাংশে *"মনোরঞ্জন বস্তুর"* পরিবর্তে *"মনোরঞ্জক"* শব্দকে ব্যবহার করা হয়েছে। আর এর দ্বারা মনোরঞ্জক হিসাবে মশীহকে নির্দেশ করা হয়েছে। লুথার এই ব্যাখ্যাকে জোর দিলেও ক্যালভিন এই ব্যাখ্যাকে মেনে নেননি। পরিবর্তে, ক্যালভিন্ "মনোরঞ্জন বস্তুর" পক্ষেই মত প্রকাশ করেছেন। যুক্তি হিসাবে, ৭ পদের শেষাংশে এই গৃহ যে *প্রতাপে* পূর্ণ হবার কথা বলা হয়েছে, তার সূত্র ধরেই ৮ পদে ঈশ্বর বলেছেন, *"রৌপ্য আমারই, স্বর্ণও আমারই, ইহা বাহিনীগণের সদাপ্রভু বলেন।"* তাই, ৭ পদের *"সর্বজাতির মনোরঞ্জন বস্তুর"* অর্থ, সমস্ত বিশ্বভূমণ্ডলকে আলোড়িত করার ফলস্বরূপ, সমস্ত জাতির ঐশ্বর্য ঈশ্বরের উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত পবিত্র বস্তু হিসাবে এই গৃহে সংগৃহীত হবে। আর এই কাজ স্বয়ং বাহিনীগণের ঈশ্বরের দ্বারাই সাধিত হবে: তিনিই এই গৃহকে প্রতাপে পূর্ণ করতে সমস্ত জাতির ঐশ্বর্য সরবরাহ করবেন। তাই তিনি বলেছেন, *"রৌপ্য আমারই, স্বর্ণও আমারই, ইহা বাহিনী-গণের সদাপ্রভু বলেন"* (৮ পদ)। মন্দির নির্মাণার্থে লোকদের কাছে যথেষ্ট ধন-সম্পত্তি ছিল না, ঠিক কথা, কিন্তু তাতে ঈশ্বরের কিছু আসে-যায় না। কারণ তিনি তাদের উপর নির্ভর করেন না। বাস্তব হল, তিনি সমস্ত ধন ও ঐশ্বর্যের মালিক। ঈশ্বরের এই কথা থেকে ইস্রায়েলের নেতাদের যে সত্য উপলব্ধি করতে হত, তা হল, মন্দির নির্মাণার্থে তাদের নিজেদের সঙ্গতি যদিও খুবই সামান্য ছিল, ঠিক কথা, কিন্তু তার জন্য নিরুৎসাহিত হবার কোনও প্রয়োজন নেই। ঈশ্বর স্বয়ং সেই গৃহের প্রয়োজনীয় সমস্ত বস্তু যোগান দিতে চলেছেন। এই কথাই ৯ পদে স্পষ্ট করে উল্লেখ করা হয়েছে।

সেদিন যারা শলোমনের তৈরী প্রথম মন্দিরের সৌন্দর্যের সঙ্গে এই মন্দিরের দুরাবস্থার তুলনা করে শোক করেছিল, তারা যে কথা ভুলে গেছিল, তা হল, শলোমন নয়, কিন্তু ঈশ্বরই প্রথম মন্দিরকে গৌরবে পূর্ণ করেছিলেন। এখন তিনি যেহেতু তাদের সঙ্গে আছেন, তিনিই যেহেতু এই কাজে তাদের অনুপ্রাণিত করেছেন, তখন তাদের নিরুৎসাহিত হবার কোনও

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

প্রয়োজন ছিল না। কারণ ঈশ্বর তাদের সঙ্গে সঙ্গে আছেন, এবং তিনি পারেন আপাত দৃষ্টিতে এই সামান্য মন্দিরকে অসামান্য প্রতাপে পূর্ণ করতে, যা তাদের চোখ কখনও দেখেনি বা তাদের কান কখনও শোনেনি। যে ঈশ্বর অতীতে সেই পরাক্রম কাজ সাধন করছেন, তিনি কি বর্তমানে তার থেকেও মহৎ কাজ সম্পন্ন করতে পারেন না, এবং ভবিষ্যতে যা তারা স্বপ্নেও চিন্তা করতে পারেনি, তা কি তিনি সাধন করতে পারেন না?

৯ পদে প্রভু বলেছেন, এইভাবে সেই মন্দির নির্মাণের কাজে তিনি স্বয়ং হস্তক্ষেপ করার কারণে কী ঘটতে চলেছে: ***"এই গৃহের পূর্ব প্রতাপ অপেক্ষা উত্তর প্রতাপ গুরুতর হবে, ইহা বাহিনীগণের সদাপ্রভু বলেন; আর এই স্থানে আমি শান্তি প্রদান করব, ইহা বাহিনীগণের সদাপ্রভু বলেন।"*** এই পদে ***"এই গৃহ"*** বলতে এই মন্দিরের ক্রমশ অবস্থানকে নির্দেশ করা হয়েছে, যে গৃহ উত্থানপতনের ইতিহাসের অধিকারী এবং এখন ধ্বংসপ্রাপ্ত ও অসমাপ্ত পরিস্থিতিতে সেখানে অবস্থান করছে। আর তাই, এর পূর্ব প্রতাপ বলতে ৫৮৭ খ্রীস্টপূর্বাব্দে ব্যাবিলনীয় রাজা নবূখদ্‌নিৎসরের দ্বারা একে ভেঙ্গে ফেলা ও আগুন ধরিয়ে দেবার পূর্বের সৌন্দর্যকে নির্দেশ করা হয়েছে। এখন ৬-৭ পদে ঈশ্বর এই মন্দিরের প্রতি যে কাজ করতে চলেছেন বলে উল্লেখ করেছেন, যখন তা সাধিত হবে, তখন এই মন্দিরের প্রতাপ এই মন্দিরের পূর্ব প্রতাপকে ছাপিয়ে যাবে।

এই প্রতিজ্ঞার পূর্ণতাকে আমরা দুইভাবে দেখতে পারি: (১) আক্ষরিক অর্থে পূর্ণতা, ও (২) পরিশেষের দৃষ্টিকোন থেকে পূর্ণতা। পরবর্তীকালে রাজা হেরোদ মন্দিরের যে প্রসারন ও সংস্কার সাধন করেছিলেন, তা সত্যিই প্রশংসার দাবি রাখে। মার্ক ১৩:১ পদে যীশুর শিষ্যরা পর্যন্ত এর গুণগান করে বলেছে, ***"হে গুরু, দেখুন, কেমন পাথর ও কেমন গাঁথনি।"*** অন্যদিকে, পরিশেষের দৃষ্টিকোন থেকে এই প্রতিজ্ঞার পূর্ণতা ***"প্রভুর দিনের"*** মধ্যে দেখতে হবে। কারণ, চূড়ান্ত অর্থে পুরাতন নিয়মের মন্দির ***"মন্দিরের প্রভুতে"*** পূর্ণতা লাভ করে, যিনি মন্দির বা ধর্মধাম থেকে মহান (মথি ১২:৬ পদে বলা হয়েছে, ***"এই স্থানে ধর্মধাম থেকে মহান এক ব্যক্তি আছেন"***), আর তিনি হলেন প্রভু যীশু খ্রীস্ট (যোহন ২:১৩-২২)। এই প্রতিজ্ঞার চূড়ান্ত পূর্ণতা ঘটবে যখন সর্বশক্তিমান প্রভু ঈশ্বর এবং মেষশাবক স্বয়ং সেই নগরের মন্দির হবেন (প্রকাশিত বাক্য ২১:২২-২৭)।

পাশাপাশি এই পদে যে শান্তির কথা বলা হয়েছে, তা মিথা ভাববাদীদের দ্বারা প্রচারিত শান্তি নয় (যিরমিয় ১৪:১৩; মীখা ৩:৫, ১১), যারা ধর্মীয় ও নৈতিক পরিবর্তনকে আড়াল করত। কিন্তু হগয় ও অন্যান্য সেই সমস্ত সত্য ভাববাদীদের দ্বারা প্রাচারিত সেই শান্তি, যা ঈশ্বরের সঙ্গে তাঁর প্রজাদের চুক্তির নবীকরণের মাধ্যমে মশীহের যুগে ভোগ করা হবে। যে শান্তি ভোগ করার জন্য তাদের মধ্যে প্রথম প্রয়োজন ছিল বিশ্বাস: ***"স্থির বিশ্বাসী না হলে তোমরা কোনও ক্রমে স্থির থাকতে পারবে না"*** (যিশাইয় ৭:৯)। তাই বলা হয়েছে, যখন তাদের জিহ্বা ও কার্য সদাপ্রভুর প্রতিকূল, তাঁর প্রতাপ নয়নের ক্রোধজনক, তখন জেরুশালেম বিনষ্ট হবে ও যিহূদা পতিত হবে (যিশাইয় ৩:৮)। সেখানে যেমন তাদের শান্তি নিঃশর্ত ছিল না, ঠিক একইভাবে এখানেও তাদের শান্তি নিঃশর্ত নয়। এখানে তাদেরকে বলা হয়েছে, তারা যেন মন্দির পুনঃনির্মাণ করতে ঈশ্বর তাদের যে আদেশ করেছেন, তার প্রতি যেন তারা সর্বান্তকরণে বাধ্য থাকে ও বিশ্বস্তভাবে সেই কাজ সম্পন্ন করে। তাহলে, ঈশ্বর তাদের সেই স্থানে শান্তি প্রদান করবেন।

এখন ঈশ্বর যে সমস্ত প্রতিজ্ঞা এখানে করেছেন, তিনি তাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকবেন (১:১৩; ২:৪), তিনি বিশ্বভূমণ্ডল ও সমস্ত জাতিকে কম্পান্বিত করবেন (২:৬-৭), তিনি সেই গৃহে সমস্ত জাতির ঐশ্বর্য সংগৃহীত করবেন, তিনি সেই স্থানে শান্তি প্রদান করবেন (২:৮-৯), সেই সমস্ত প্রতিজ্ঞা কি পূর্ণ হয়েছে? এর উত্তরে আমরা ধাপে ধাপে এর পূর্ণতাকে নির্দেশ করতে পারি।

(১) ৪ বৎসর পর এই মন্দির নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছিল; কোরস রাজার দ্বারা যা ঘোষিত হয়েছিল, দারিয়াবস রাজার দ্বারা যা অনুমোদিত হয়েছিল (ইর্ষা ৬), রাজা অর্তক্ষস্তের দ্বারা (ইর্ষা ৭:১৫) সেই ***"রৌপ্য ও স্বর্ণ"*** প্রদত্ত হয়েছিল; রাজা হেরোদের দ্বারা এই মন্দির প্রসারিত ও শোভিত হয়েছিল, যা

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

হগয়ের সময়কার লোকদের কল্পনা থেকে অনেক সুন্দর ছিল (মার্ক ১৩:১)। কেবল তা-ই নয়, শলোমনের মন্দির থেকে অনেক বেশি পরজাতিয় বিশ্বাসীরা এই মন্দির পরিদর্শন করেছিল; সবথেকে উল্লেখ যোগ্য বিষয় হল, আমাদের প্রভু যীশু নিজে এই মন্দিরেই এসেছিলেন।

(২) খ্রীস্টের দ্বিতীয় আগমনের সময় এর প্রতিজ্ঞাসমূহ সম্পূর্ণ অর্থে পূর্ণ হবে। তখন আমরা সেই রাজ্যের অধিকারী হব, যা কখনও কম্পান্বিত হবে না, অর্থাৎ স্থায়ী হবে (ইব্রীয় ১২:২৪-২৬)। সমস্ত জাতির প্রতাপ ও ঐশ্বর্য সেখানে সংগৃহীত হবে (প্রকা. ২১:২৪, ২৬)। যদিও সেখানে কোনও মন্দির থাকবে না (প্রকা. ২১:২২), তথাপি সেই নগরে, তথা নতুন জেরুশালেমে *"মনুষ্যদের মধ্যে ঈশ্বরের আবাস"* সাধিত হবে (প্রকা. ২১:৩)।

(৩) যেহেতু খ্রীস্টেতে পুরাতন নিয়মের মন্দিরের বিষয়বস্তু ও উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়েছে (*"যেন সমস্ত পূর্ণতা তাঁহাতেই বাস করে, এবং তাঁর ক্রুশের রক্ত দ্বারা সন্ধি করে, তাঁর দ্বারা যেন আপনার সঙ্গে কি স্বর্গাস্থিত, কি মর্ত্যস্থিত, সকলই সম্মিলিত করেন, তাঁর দ্বারাই করেন"* কলসীয় ১:১৯-২০), সেইহেতু তাঁতে ও তাঁর মাধ্যমে মণ্ডলী ও বিশ্বাসীরা ঈশ্বরের মন্দির হয়েছে (১করি. ৩:১৬; ৬:১৯; ২করি. ৬:১৬; ইফি. ২:২১-২২)।

অর্থাৎ, এই মন্দিরের উত্তর প্রতাপ সম্বন্ধে যে প্রতিজ্ঞা করা হয়েছে, তা খ্রীস্টেতে বাস্তব হয়েছে, কিন্তু একইসঙ্গে প্রতিজ্ঞা হিসাবে এর চরিত্র এখনও বজায় রেখেছে, যা খ্রীস্টের দ্বিতীয় আগমনে সম্পূর্ণ পূর্ণতা লাভ করবে। যিশাইয় ৪৫:২৩ পদকে উদ্ধৃত করে ফিলিপীয় ২:১০-১১ পদে তাই পৌল লিখেছে, *"যেন যীশুর নামে স্বর্গ মর্ত্য পাতালনিবাসীদের সমুদয় জানু পাতিত হয়, ও সমুদয় জিহ্বা যেন স্বীকার করে যে, যীশু খ্রীস্টই প্রভু, এইরূপে পিতা ঈশ্বর যেন মাহিমান্বিত হন।"*

খ্রীস্টবিশ্বাসী আমাদের কাছে, ঈশ্বরের মন্দির আর ইঁট পাথরের তৈরী কোনও গৃহ নয়, কিন্তু তা হল সেই আধ্যাত্মিক গৃহ, তথা মণ্ডলী, *"তোমাদের প্রেরিত ও ভাববাদীদের ভিত্তিমূলের উপর গেঁথে তোলা হয়েছে; তার প্রধান কোণস্থ প্রস্তর স্বয়ং খ্রীস্ট যীশু"* (ইফিষীয় ২:২০)। সেই আধ্যাত্মিক মন্দির নির্মাণে হগয় ভাববাদীর মাধ্যমে বিশ্বাসী আমাদেরকেও একই আহ্বান করা হয়েছে (ইফিষীয় ৪:১১-১৩)। সেদিন যেমন হগয় ভাববাদীর মাধ্যমে ঈশ্বর ব্যাবিলনের নির্বাসন থেকে ফেরত আসা ইস্রায়েলীদের নিরুৎসাহ না হয়ে তাঁর গৃহ নির্মাণে বিশ্বস্ত হতে বলেছিলেন, ঠিক একইভাবে, তিনি আজ আমাদের বলছেন, আমরা যেন আমাদের মণ্ডলীকে, তথা খ্রীস্টের দেহকে গেঁথে তুলতে ঈশ্বর দত্ত তালন্তের সঠিক ব্যবহার করি। পবিত্রদের পরিপক্ক করতে আমরা আমাদের পরিচর্যা বিশ্বস্তভাবে পালন করি। তাঁর গৃহ নির্মাণে প্রয়োজনীয় সমস্ত বিষয় তিনিই যোগাবেন, কেবল তা বিশ্বাস করে আমাদের হাত লাগাতে হবে।

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com